সত্যের আধুনিক প্রকাশ
মাকতাবাতুল ফুরকান
www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

أَبْوَابُ الدَّعَوَاتِ

عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[مأخوذ عن جامع الترمذي]

হাদীসের দুআ দুআর হাদীস

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী রহ.

অনুবাদ ও টীকা

মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

মুফতী ও মুহাদ্দিস
জামিআ মুহাম্মাদিয়া ইসলামিয়া টিএন্ডটি কলোনি মাদরাসা, বনানী, ঢাকা এবং আল-জামিআতুল ইসলামিয়া জান্নাতুল আতফাল, শ্রীপুর, গাজীপুর।

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

দুআর কিতাব **হাদীসের দুআ দুআর হাদীস**
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
+8801733211499

উত্তরা বিক্রয়কেন্দ্র : বাড়ি ২৭, রোড ১৮, সেক্টর ৩, উত্তরা, ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৮ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : শাবান ১৪৩৯ / এপ্রিল ২০১৮
প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা

ISBN : 978-984-92292-6-1

মূল্য ■ ৳ ৩০০.০০ (তিন শত টাকা মাত্র)

USD 15.00

অনলাইন পরিবেশক
www.wafilife.com; www.rokomari.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি আমাদের এ দুনিয়ায় মানুষ হিসেবে পাঠিয়েছেন। মুসলমান বানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত করেছেন। ইসলামের মতো এক অপূর্ব দ্বীন দিয়েছেন। উলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক রাখার তাওফীক দিয়েছেন। তাদের খেদমত করার সৌভাগ্য দিয়েছেন।

মাকতাবাতুল ফুরকান ইসলামী প্রকাশনা জগতে এখন একটি পরিচিত নাম। প্রকাশভঙ্গিতে নতুনত্ব এবং মৌলিক কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্যের কারণে এ প্রতিষ্ঠানের সবগুলো কিতাব আল্লাহপাকের বিশেষ অনুগ্রহে পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধ আল্লাহওয়ালাদের কথাগুলোকে যথোপযুক্তভাবে আধুনিক পাঠকদের কাছে তুলে ধরা এ প্রকাশনার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের বর্তমান প্রয়াস *সুনান আত-তিরমিযী* থেকে দুআর হাদীসের এক অনবদ্য সংকলন *হাদীসের দুআ দুআর হাদীস*। দেশজুড়ে সমাদৃত *আরবী বাগধারা*-এর লেখক মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম কাসেমী সাহেব এ কিতাবটি সংকলন ও অনুবাদ করেছেন। এ কিতাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে কেবল দুআ উল্লেখ করা হয়নি, বরং মূল হাদীসটিই তুলে ধরা হয়েছে। অধিকন্তু বিজ্ঞ অনুবাদক কর্তৃক প্রয়োজনীয় টীকা ও ব্যাখ্যা সংযোজন করা হয়েছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী রহ.-এর সংকলিত *সুনান আত-তিরমিযী* সীহাহ সিত্তাহর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং নির্ভরযোগ্য এসব দুআর সঙ্গে মূল হাদীস পড়ার অভিজ্ঞতা পাঠকের মননকে এক ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত করবে। তখন তার দুআ সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনের রূপ লাভ করবে। পাঠকদের জন্য এমন একটি কিতাব এর আগে সংকলন করা হয়েছে কিনা, আমাদের জানা নেই। উল্লেখ্য অনুবাদক বহুদিন ধরেই লেখালেখির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি আরবি শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষা অর্জন করার সুবাদে তার ভাষাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রশংসনীয়। আল্লাহ তা'আলা তাকে অন্যান্য খেদমতের পাশাপাশি লেখালেখির জগতে বিশুদ্ধ সাবলীল ভাষায় ইখলাসের সঙ্গে দ্বীনের খুব বেশি খেদমত করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

অনেকেই আমাদের এই সংকলন প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ পাক সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমরা বইটিকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার সার্বিক প্রচেষ্টা করেছি। তারপরও ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা এই বইটির পাঠক, অনুবাদক, লেখক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১১/১ ইসলামী টাওয়ার
বাংলা বাজার, ঢাকা

১৮ এপ্রিল ২০১৮

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

আল্লাহ পাকের অসংখ্য-অগণিত কৃতজ্ঞতা, তিনি তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় কথা ও দুআর ভাণ্ডারের ধারাবাহিক আয়োজনে আমার মতো অধমকেও শামিল করেছেন। আনন্দের কথা হলো—পৃথিবীতে যত আয়োজন, যত ব্যস্ততা আর যত পরিচয় রয়েছে—বরেণ্য মনীষীদের আলোকিত অন্তর্দৃষ্টিলব্ধ কথা হলো, সবচেয়ে নিকষিত ও উৎকর্ষের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হলো আসমানি ওহী-নির্ভর আয়োজন, ব্যস্ততা ও পরিচয়। আজ হোক, কাল হোক, সময়ের অভিধায় তা-ই উত্তীর্ণ হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, আমাদের জন্য কুরআন-হাদীস হলো সেই ওহীর উৎস। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুধু আলহামদুলিল্লাহ।

হাদীস শরীফ হলো বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণী ও তার অলৌকিক বিষয়। তিনি গোটা আরবের বিশুদ্ধভাষী। তার পবিত্র জবানে উচ্চারিত কথামালা এবং পবিত্র যিন্দেগীর যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও অনুমোদিত বিষয়াবলীর সংকলিত রূপ হলো হাদীসভাণ্ডার। এ হাদীস তার সূচনালগ্ন থেকে নিয়ে অদ্যাবধি সুদীর্ঘ দেড় হাজার বছর ধরে উম্মাহর চলার পথে আলোকবর্তিকা ও অফুরন্ত এক শক্তি। ইনশাআল্লাহ, কেয়ামত পর্যন্ত তা উম্মাহর চলার পথে আলো ছড়াতে থাকবে।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ও শ্রম-সাধনায় দগ্ধ হয়ে হাদীসচর্চার স্বর্ণযুগ তৃতীয় শতকে ব্যাপকভাবে হাদীস সংকলনের কাজ শুরু হয়। এ শতকে সুবিন্যস্তভাবে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদভিত্তিক সহীহ হাদীস সংকলন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। এ সাধনায় দগ্ধ হয়ে যারা বিদগ্ধ মনীষী হওয়ার

সৌভাগ্য লাভ করেন, তাদের অন্যতম হলেন ইমাম তিরমিযী রহ. যার অনবদ্য সংকলন *সুনান আত-তিরমিযী*।

ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা রহ. (২০৯-২৭৯ হিজরী, ৮২৪-৮৯২ খৃস্টাব্দ) হাদীসশাস্ত্রের প্রাণপুরুষ। ইমাম বুখারী রহ.-এর শিষ্য। অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হওয়ায় তাকে স্মৃতিশক্তির প্রবাদপুরুষ বলা হয়। *তিরমিযী শরীফ*, *কিতাবুল ইলাল* ও *শামায়েলে তিরমিযী*—তার অসামান্য কীর্তি। সিহাহ সিত্তা (হাদীসের প্রধান ছয়টি কিতাব)-এর মধ্যে *সুনান আত-তিরমিযী* অন্যতম। এতে সর্বমোট ৩৯৬৫টি হাদীস এবং হাদীসের সঙ্গে ফিকহী বিষয় ও হাদীসের শাস্ত্রীয় মান নিয়েও আলোচনা রয়েছে।[১]

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তিরমিযী শরীফের দুআ অধ্যায়ের সরল অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। বাজারে এ ধরনের অনেক বই রয়েছে। কিন্তু সিহাহ সিত্তার কোনো কিতাবের দুআ অধ্যায়ের সব দুআ একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে কিনা, আমাদের জানা নেই। এ বিবেচনায় এটি সম্পূর্ণ নতুন আয়োজন। বলা যায়, দেশের অভিজাত ও স্বনামধন্য প্রকাশনা *মাকতাবাতুল ফুরকান*-এর পক্ষ থেকে দেশবাসীকে সম্পূর্ণ নতুন ও তাজা উপহার। আশা করি, পাঠকগণ পড়ে আনন্দ পাবেন এবং আত্মার পুষ্টি সংগ্রহ করতে পারবেন। সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে এটি একটি অনন্য উপকরণ হবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত দুআর ভাণ্ডার একজন মুমিনের প্রাত্যহিক জীবনে আত্মরক্ষার হাতিয়ার এবং পরম সুরক্ষা। এ সকল দুআ পরম কল্যাণকর। শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি ছাড়াও মানুষ সৃষ্টির মূল চেতনায় এসব দুআ যথেষ্ট উদ্দীপক ভূমিকা রাখে। কোনো অবস্থাতে

---

[১] *খাইরুদ্দীন যিরিকলী*, আল'আলাম, (জীবনচরিত অভিধান), ৬/৩২২ (ভুক্তিঃ মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা); দারুল ইলম, বৈরুত, লেবানন।

আদর্শ মুমিনের দৈনন্দিন জীবন থেকে বাদ পড়তে পারে না দুআর পাঠ। প্রতিটি মুহূর্তে ও উপলক্ষে বর্ণিত দুআর আমল কত যে সঠিক ও তাৎপর্যপূর্ণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রতিটি দুআর অনুবাদ করা হয়েছে। আশা করি তা পাঠককে দারুনভাবে সহযোগিতা করবে। মহান আল্লাহ তা‘আলার কাছে দুআ করি এবং পাঠকবর্গের কাছে দুআ চাই, তিনি যেন ইমাম তিরমিযী রহ.-সহ সকল হাদীসবিশারদ, ইসলামের খাদেম, লেখক, অনুবাদক, সংকলক, পাঠক ও প্রকাশককে তার শান অনুযায়ী উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
বনানী, ঢাকা ১২১৩

০১ শাবান ১৪৩৯ হিজরী
১৮ এপ্রিল ২০১৮ খৃস্টাব্দ

একাই দীর্ঘদিন স্মৃতিপটে তুলির আঁচড়ে লেখালেখি
পাওয়া-না পাওয়ার পরিসর বাড়ছেই;
কাউকে কিছু বলিনি—শুধু তোমাকে!
নীরব-নিস্তব্ধ রাত্রিতে একা একাই হেঁটেছি অন্ধকারে, কথোপকথনে
হাতের কাছেই রাখা তোমার চিঠি, দৃশ্য-অদৃশ্য মিলন-মেলা
আমি তোমার কথা বলেই কাটাব বাকি জীবন—দুনিয়ার ছায়া ভেঙে
একদিন তো তোমার কাছেই ফিরব।

সূচিপত্র

দুআর ফযীলত ১৩
যিকিরের ফযীলত ১৭
সম্মিলিত যিকিরের ফযীলত ১৯
মুসলমানের দুআ কবুল হয় ২১
প্রার্থনাকারী প্রথমে নিজের জন্য প্রার্থনা করবে ২৪
দুআ করার সময় হাত তোলা ২৫
দুআয় তাড়াতাড়ি করা ২৬
সকাল-সন্ধ্যার দুআ ২৭
শোয়ার দুআ ৩২
ঘুমানোর সময় কুরআন তিলাওয়াত ৩৬
ঘুমানোর সময় সুবহানাল্লাহ...-এর যিকির করা ৩৯
ঘুম থেকে জেগে এ দুআ ৪২
তাহাজ্জুদের সময় এ দুআ ৪৪
তাহাজ্জুদের সূচনা-দুআ ৪৯
সিজদায়ে তিলাওয়াতের দুআ ৫৮
ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ ৬০
বাজারে প্রবেশের দুআ ৬১
রোগাক্রান্ত হলে এ দুআ ৬৩
পীড়িত লোক দেখলে এ দুআ ৬৪
মজলিসের দুআ ৬৬
বিপদে পড়লে এ দুআ ৬৭
কোথাও অবস্থান করলে এ দুআ ৬৯
সফরে বের হওয়ার দুআ ৭০
সফর ফেরতা দুআ ৭২
কাউকে বিদায় দেওয়ার দুআ ৭৩
যানবাহনের দুআ ৭৫
মুসাফিরের দুআ ৭৭
দমকা বাতাস প্রবাহিত হলে এ দুআ ৭৮

বজ্রধ্বনি শুনলে এ দুআ
নতুন চাঁদ দেখলে এ দুআ ৮০
রাগের মাথায় এ দুআ ৮১
দুঃস্বপ্নের দুআ ৮২
নতুন ফল দেখলে এ দুআ ৮৩
পানাহারের পর এ দুআ ৮৫
খানা শেষে ও দস্তারখান উঠানোর দুআ ৮৬
গাধার আওয়াজ শুনতে পেলে এ দুআ ৮৮
সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ...-এর ফযীলত ৮৯
তাৎপর্যপূর্ণ দুআর ভাণ্ডার ৯৬
হাতে গুনে তাসবীহ পাঠ করা ১০৩
আসমাউল হুসনা ও বিবিধ দুআ ১১৫
তওবা-ইস্তেগফারের ফযীলত ১৪১
লাঞ্ছনার বিবরণ ১৫০
রাসূল সা.-এর দুআ ১৫২
দুআর বিবিধ হাদীস ১৫৮
ঋণ পরিশোধের দুআ ১৬১
রোগীর জন্য দুআ ১৬২
নামাযান্তে রাসূল সা.-এর দুআ ১৬৪
স্মৃতিশক্তি ধরে রাখার দুআ ১৬৬
সুসময়ের অপেক্ষা ১৬৯
লা হাওলা...-এর ফযীলত ১৭৫
সুবাহানাল্লাহ্ এর ফযীলত ১৭৭
অভিযানের দুআ ১৭৮
আরাফ দিনের দুআ ১৭৯
ব্যথার আমল ১৮১
সর্বোত্তম যিকির ১৮৪
নিরাপত্তা ও সুরক্ষার দুআ ১৮৫
পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের টহলদার ফেরেশতা ১৮৮
আল্লাহ পাকের প্রতি সুধারণা ১৯০
আশ্রয়প্রার্থনা ১৯২

দুআর ফযীলত

■১। হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لَيْسَ شَيْءٌ اَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالٰى مِنَ الدُّعَاءِ

আল্লাহ তা'আলার নিকট দুআর চেয়ে বেশি সম্মানিত আর কোনো জিনিস নেই।[২]

■২। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

দুআ হলো ইবাদতের মজ্জা বা সার।[৩]

[২] হাদীস নং ৩৩৭০। এখানে 'অন্য কোনো কিছু' বলতে দুআ, যিকির ও ইবাদতকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং পবিত্র কুরআনের এ বাণী 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।' (সূরা হুজুরাত, ৪৯: ১৩) এর সঙ্গে হাদীসের কোনো বিরোধ নেই। কারণ উভয়টির দৃষ্টিকোণ ভিন্ন। আর দুআয় দারিদ্র্য, অক্ষমতা, বিনয়ের প্রকাশ এবং আল্লাহ পাকের শক্তি ও কুদরতের স্বীকৃতি থাকে বিধায় তা আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাধিক মর্যাদার বিষয়। (প্রাগুক্ত)।

[৩] হাদীস নং ৩৩৭১। (مُخٌّ) বলতে বুঝায় হাড়ের মজ্জা, মাথার মগজ, চোখের মণি ও কোনো কিছুর সারাংশ। মর্মার্থ হলো, দুআ ইবাদতের সারাংশ ও শ্রেষ্ঠাংশ। যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের কাছে প্রার্থনা ও দুআ করে, সে তিনি ব্যতীত সবার কাছ থেকে নিরাশ হয়েই প্রার্থনা করে। আর এটিই তাওহীদ ও ইখলাসের মর্মবাণী। এর চেয়ে বড় কোনো ইবাদত নেই। ইবনুল আরাবী রহ. বলেন, মজ্জার মাধ্যমে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শক্তি সঞ্চারিত হয়। তেমনিভাবে দুআ হলো ইবাদতের মজ্জা। এর মাধ্যমে ইবাদতকারীর ইবাদত শক্তিশালী হয়। এটিই ইবাদতের প্রাণ। কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, 'যারা অহঙ্কারবশে আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (সূরা মুমিন, ৪০: ৬০)। এ আয়াতে ইবাদত বলে দুআ বুঝানো হয়েছে।

■৩। হযরত নোমান বিন বাশীর রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ

দুআই হলো ইবাদত। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন : তোমাদের পালনকর্তা বলেছেন, আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকারবশে আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, শীঘ্রই তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা মুমিন, ৪০: ৬০)।[৪]

[৪] হাদীস নং ৩৩৭২। মীরাক রহ. বলেন, হাদীসে উদ্দেশ্য ও আলিফ লামযুক্ত বিধেয়ের মাঝে সর্বনাম রয়েছে। (আরবী শাস্ত্রীয় নিয়মানুযায়ী) এমন বাক্য সীমাবদ্ধতা ও বক্তব্যকে জোরালো করতে ব্যবহৃত হয়। অর্থ হলো, দুআই ইবাদত। এখানে অতিশায়ন বুঝানো হয়েছে। দুআ হলো ইবাদতের সিংহভাগ। যেমন এক হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আরাফা মাঠে অবস্থান করাই হজ।।' (*তিরমিযী*, হাদীস : ৮৯০)।

কেউ কেউ হাদীসের এ ব্যাখ্যা করেছেন, দুআ কবুল হোক না হোক, দুআই ইবাদত। কারণ এতে বান্দার অক্ষমতা ও নিজের মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ পায় এবং এ কথার স্বীকৃতি দেওয়া হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম। তিনি পরম দাতা। দারিদ্র্য বা কৃপণতা তাঁকে শোভা পায় না, তাঁর কোনো অভাব নেই যে, তিনি তাঁর বান্দাগণকে না দিয়ে নিজের জন্য সঞ্চয় করবেন। এসব কিছু কেবল ইবাদতই নয়; বরং ইবাদতের সারাংশ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আয়াতের প্রথমাংশে দুআর কথা রয়েছে আর শেষাংশে রয়েছে ইবাদতের কথা। দ্বিতীয়ত হাদীসে 'দুআই ইবাদত' এর প্রমাণ হিসেবে এ আয়াতটি উল্লিখিত হয়েছে। উলামায়ে কেরাম এ দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, আয়াতে আল্লাহ পাক দুআ করার নির্দেশ দিয়েছেন। জানা কথা, তাঁর নির্দেশ পালন করাই ইবাদত। এ সুবাদে দুআও ইবাদত। কারও মতে আয়াতের শেষাংশে যে ইবাদত রয়েছে, তা দ্বারা দুআ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইবাদতের মাধ্যমে দুআ পূর্ণতা লাভ করে। আল্লামা তাকীউদ্দীন সুবকী রহ. বলেন, ইবাদত ও দুআর মাঝে সম্পর্ক হলো, দুআর চেয়ে ইবাদত ব্যাপক। যে লোক অহংকারবশত ইবাদত করবে না, সে দুআও করবে না। সুতরাং আয়াতের এ হুমকি তার জন্য প্রযোজ্য যে অহঙ্কারবশে দুআ পরিত্যাগ করে। আর জানা কথা, এমন লোক কাফের। পক্ষান্তরে যে লোক অন্য কোনো উদ্দেশে দুআ করে না, তার

■ ৪। হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায় না (অর্থাৎ দুআ করে না) তিনি তার ওপর রাগ করেন।[৫]

■ ৫। হযরত আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা এক অভিযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। ফেরার পথে যখন মদীনার কাছাকাছি এলাম, তখন সঙ্গী-সাথীরা উচ্চঃস্বরে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ধ্বনি উচ্চরণ করলেন। তা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন :

জন্য আয়াতের হুমকি প্রযোজ্য নয়। যদিও একাধিক হাদীসে দুআ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লামা তীবী রহ. বলেন, হাদীসে ইবাদতের আভিধানিক অর্থ বুঝানো হয়েছে। কারণ দুআ মানে সর্বোচ্চ বিনয় প্রকাশ করা, আল্লাহ পাকের সকাশে মুখাপেক্ষিতা দেখানো এবং তাঁর কাছে অনুনয়-বিনয় করা। আর আল্লাহ পাকের দরবারে নিজের বিনয় ও মুখাপেক্ষিতা প্রকাশার্থেই ইবাদতের নির্দেশ এসেছে। এ কারণেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'যারা আমার ইবাদতের প্রতি মুখ ফিরিয়ে রাখে ও অহঙ্কার দেখায়।' এখানে দুর্বিনয়কে অহঙ্কার বলা হয়েছে, দুআর স্থলে ইবাদত ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেই অহঙ্কারের শাস্তি হিসেবে বলা হয়েছে যে, লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. বলেন, এখানে শরীয়তের নির্দেশ মান্য করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং হযরত ইবরাহীম আ.কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন যে তিনি আল্লাহ পাকের কাছে দুআ করেননি এ নিয়ে প্রশ্ন হয় না। তাছাড়া যদিও তিনি মৌখিকভাবে দুআ করেননি, অন্তরে তো অবশ্যই দুআ করেছিলেন। (*আলকাউকাবুদ দুররী*, ২/২৯২)।

[৫] হাদীস নং ৩৩৭৩। এর কারণ হলো, দুআ না করা অহঙ্কার ও অমুখাপেক্ষিতা। আর এটা কোনো বান্দার জন্য জায়েয নেই। কবি সুন্দর বলেছেন :

اَللّٰهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ * وَتَرَى ابْنَ اٰدَمَ حِيْنَ يَسْأَلُ يَغْضَبُ

আল্লাহর কাছে না চাইলে তিনি রাগ করেন। আর মানুষের কাছে চাইলে সে রাগ করে।

ইমাম তীবী রহ. বলেন, কেউ আল্লাহর কাছে চাইলে এতে তিনি খুশি হন। আর না চাইলে এতে তিনি বেজার হন। আর যে ঘৃণিত সে অবশ্যই বিরাগভাজন হবে। (*তুহফাতুল আহওয়াযী*)।

اِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَصَمَّ وَلَا غَائِبٍ هُوَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رُؤُوسِ رِحَالِكُمْ

তোমাদের পালনকর্তা বধির নন এবং তিনি অনুপস্থিতও নয়। তিনি তোমাদের মাঝে (ও হাওদার চূড়া তথা) অতি সন্নিকটে রয়েছেন।

তারপর বললেন, আব্দুল্লাহ বিন কাইস, আমি কি তোমাকে জান্নাতের একটি গুপ্তধন সম্পর্কে বাতলে দেব না? (আর তা হলো), লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ)—পুণ্যময় কাজ করা ও গোনাহ থেকে বাঁচার শক্তি কেবল আল্লাহ পাক-ই দান করতে পারেন। (হাদীস : ৩৩৭৪)।

যিকিরের ফযীলত[৬]

■৬। হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুসর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, এক লোক বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান[৭] আমার জন্য অনেক হয়ে গেছে। আমাকে মাত্র একটি বিষয়ের কথা বলুন, আমি সেটি আঁকড়ে ধরব।' তিনি বললেন :

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللهِ

সর্বদা আল্লাহর যিকিরে জবান তাজা রাখ। (হাদীস : ৩৩৭৫)।

---

[৬] এখানে যিকির বলতে সেসব শব্দ বোঝানো হয়েছে, যেগুলো জবানে বেশি বেশি উচ্চারণ করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যেমন 'স্থায়ী সৎকর্ম' (সূরা কাহফ, ১৮: ৪৬) তথা 'সুবহানাল্লাহ, ওয়াল-আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার' এবং এগুলোর সম্পর্কিত তথা 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাহ্ বিল্লাহ্, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, হাসবুনাল্লাহ্ ওয়ানি'মাল ওয়াকীল, আস্তাগফিরুল্লাহা মিন কুল্লি যানবিন ওয়া-তূবু ইলাইহি। তেমনিভাবে যিকিরের মধ্যে শামিল রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ চেয়ে দুআসমূহ, ওয়াজিব ও মুস্তাহাব আমলের ব্যস্ততা, যেমন কুরআন তিলাওয়াত, হাদীস পাঠ করা, দ্বীনি ইলম হাসিল করা, নফল নামায পড়া ইত্যাদি।

অর্থ না বোঝে শুধু জবানে যিকির করলেও সওয়াব রয়েছে। দেহমনে ও মনোযোগ দিয়ে যিকির করলে সওয়াব বেশি। মনোযোগের পাশাপাশি অর্থ ও আল্লাহ পাকের মহিমার দিকে লক্ষ্য রেখে যিকির করলে তা পূর্ণতা লাভ করে। এসব বিষয় মুস্তাহাব আমলে যে গুরুত্ব বহন করে ফরয ও ওয়াজিব আমলে তার গুরুত্ব বহুগুণে বেড়ে যায়। আবার সর্ববিষয়ে ইখলাস থাকলে তা পূর্ণতার শীর্ষে পৌঁছে যায়। (ফাতহুল বারীর বরাতে তুহফাতুল আহওয়াযী)।

[৭] মোল্লা আলী ক্বারী রহ. বলেন, বাহ্যত এখানে শরীয়তের বিধান বলতে নফল বিধান বোঝানো হয়েছে। লোকটি বলতে চেয়েছিল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি দুর্বল। সব নফল ও মুস্তাহাব আমল করা আমার পক্ষে কষ্টকর। সুতরাং আপনি এমন সামান্য আমলের কথা বলে দিন, যা করলে অনেক সওয়াব পাওয়া যাবে।' নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, 'তুমি সর্বদা যিকিরে ব্যস্ত থাক।' (প্রাগুক্ত)।

■৭। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসিত হলেন, রোজ কেয়ামতে আল্লাহ পাকের নিকট কোন বান্দা সর্বাধিক মর্যাদাবান হবে? তিনি বললেন, 'যেসব পুরুষ ও নারী বেশি বেশি আল্লাহ পাকের যিকির করে।' আমি বললাম, 'আল্লাহর পথের মুজাহিদের চেয়েও কি তার মর্যাদা বেশি হবে?' তিনি বললেন, 'মুজাহিদ যদি নিজ তরবারি দিয়ে কাফের ও মুশরিকদের আঘাত করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তার তরবারি ভেঙে যায় ও নিজেও শহীদ হয়ে যায়, তারপরও যিকিরকারী মুজাহিদের চেয়ে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ।'[৮] (হাদীস : ৩৩৭৬)।

■৮। আবুদ্দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বাতলে দেব না এমন আমল সম্পর্কে যা সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রভুর কাছে অতি পবিত্র, মর্যাদায় সর্বোচ্চ, তোমাদের জন্য সোনা-রুপা দান করার চেয়ে উৎকৃষ্ট, তোমরা নিজেদের শত্রুবাহিনীর সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে তাদের কুপোকাত কর এবং তারাও তোমাদের শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করায়, তার চেয়ে ভালো আমল?' সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'অবশ্যই আমাদের এমন আমলের কথা বাতলে দিন।' তিনি বললেন, 'আর তা হলো, আল্লাহ তা'আলার যিকির।'[৯] (হাদীস : ৩৩৭৭)। হযরত মুআয বিন জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার যিকিরের চেয়ে অন্য কোনো কিছু তাঁর আযাব থেকে মুক্তি দিতে পারে না।'

---

[৮] প্রথমত যিকিরে রয়েছে প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য। দ্বিতীয়ত যিকির শরীয়তের মৌলিক উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। আর জিহাদের উদ্দেশ্য হলো, কাফেরদেরকে যিকিরমুখী করা এবং জিহাদের পর মুজাহিদগণের যিকিরমুখী হওয়া। তবে জিহাদেরও রয়েছে বিচ্ছিন্ন ফযীলত। সার্বিক বিবেচনায় জিহাদের চেয়ে যিকিরের ফযীলত বেশি। (*আলকাউকাবুদ দুররী*)।

[৯] শাইখুল ইসলাম ইজ্জুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম রহ. বলেন, এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, সকল ইবাদতে সওয়াবের বিষয়টি কষ্টের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। মহান আল্লাহ কখনও সামান্য আমলেও অধিক পরিমাণ সওয়াব দান করেন। মর্যাদার স্তরে ভিন্নতা থাকলে তার ওপর সওয়াবের বিষয় নির্ভর করে। (*তুহফাতুল আহওয়াযী*)।